৭/৮/২০০৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা মেডিকেলে তালা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দাবী জানানো হয়েছে অনেক উপলক্ষে। আমরা একই সাথে বিশেষ করে শিক্ষকসহ কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছি এবং আহবান জানিয়েছি, তারা যাতে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ও পক্ষপাতদুষ্ট না থাকেন। কারণ, এই অভিযোগ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রাজনৈতিক প্রভাব ও পক্ষপাতিত্ব শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করে এবং শিক্ষাঙ্গনে সংঘাতের প্ররোচনা দেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের আহবান ও পরামর্শকে বিবেচনায় পর্যন্ত নেয়া হয়নি, অন্যদিকে বিগত সরকার প্রত্যক্ষভাবে দলীয়করণ ও হস্তক্ষেপ করেছে। পরিণতিতে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-সহিংসতা ক্রমবর্ধমান হয়েছে এবং শিক্ষার পরিবেশ হয়েছে বিঘ্নিত। আশংকার কথা হলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পরও পরিস্থিতিতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্যযোগ্য হয়নি; বরং অবনতি ঘটছে দ্রুতগতিতে। এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের কথা উল্লেখ করা যায়। ভিসি'র অপসারণসহ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে গত ২৯ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়েছে, আর একই দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা আবাসিক হল ছেড়ে চলে যেতেও বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ উভয় প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

দেশের সর্বোচ্চ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন অবস্থা নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পৃথক প্রতিষ্ঠান হলেও দু'টি ক্ষেত্রেই সমস্যার প্রধান কারণ আসলে রাজনৈতিক এবং বড় কথা, এর সঙ্গে পূর্ববর্তী সরকার তথা দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ইচ্ছা ও স্বার্থ জড়িত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত পাঁচ বছরে সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহের তিন শতাধিক সদস্যকে হল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, অনেক নেতা-কর্মীর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এসব অন্যায়েরই প্রতিকার করার দাবী উঠেছে। বিতাড়িত ছাত্রদের আবাসিক হলে পুনর্বাসিত করার পাশাপাশি বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বহিষ্কারের দাবীও জানিয়েছে ছাত্রসমাজ। শুধু তাই নয়, দাবী অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রথমে তারা গত ২৮ জুলাই পর্যন্ত ভিসিসহ কর্তৃপক্ষকে সময় দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, ভিসি তার রাজনৈতিক অবস্থানে অনড় থেকেছেন এবং ছাত্রসমাজের কোনো একটি দাবী পূরণেও সচেষ্ট হননি। এ জন্যই নির্ধারিত সময়ের পরদিন থেকে ছাত্ররা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এবং ভিসি'র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আনুগত্যের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার পদত্যাগকেও দাবীনামার অন্তর্ভুক্ত করেছে। সাবেক ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ফলে আশংকা করা হচ্ছে যে, ছাত্রসমাজের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘটের যেমন অবসান ঘটবে না, তেমনি বন্ধ থাকবে লেখাপড়া এবং সকল পর্যায়ের পরীক্ষাসহ স্বাভাবিক কার্যক্রম।

ওদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে এমন এক কর্তৃপক্ষ বন্ধ ঘোষণা করেছে, যাদের বিরুদ্ধেও সাবেক ক্ষমতাসীনদের আনুগত্যের অভিযোগ রয়েছে। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, সাবেক সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগ ও প্ররোচনায় সম্প্রতি সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয় এবং একটি বিশেষ ঘটনার ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করার প্রাক্কালে আকস্মিকভাবে কলেজ বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। বলা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের এই প্রশ্নসাপেক্ষ সিদ্ধান্তে সকল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হবে। কারণ, মাত্র এক মাস পর, আগামী সেপ্টেম্বরে বর্ষ পরিবর্তনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। প্রস্তুতি নেয়ার এমন এক সময়ে কর্তৃপক্ষ শুধু কলেজই বন্ধ করেনি, ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও আবাসিক হলগুলো থেকে বের করে দিয়েছে।

আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করি এবং অনতিবিলম্বে কথিত সংঘাতের কারণ নির্মূল করার মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার এবং কলেজ খুলে দেয়ার আহবান জানাই। আমরা মনে করি না যে, এভাবে যখন-তখন কলেজ বন্ধ ঘোষণা করার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার মধ্যে সমস্যার সমাধান থাকতে পারে। আমরা একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সরকারের প্রতি তৎপর হয়ে ওঠার দাবী জানাই। দেখা দরকার কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কিনা। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কেও তদন্ত হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ যে দাবীনামা উত্থাপন করেছে, তার প্রতি সমর্থন না জানানোর কোনো কারণ থাকতে পারে না। কেবলই রাজনৈতিক কারণে দমন-নির্যাতনের ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ নেয়া দরকার এবং এই প্রক্রিয়ায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে দরকার ভিসি'র বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া। তেমন ক্ষেত্রে পদত্যাগের মাধ্যমে বিদায় নেয়াই ভিসি'র জন্য সম্মানজনক হবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা আশা করতে চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ধর্মঘটের অবসান ঘটবে এবং খুলে দেয়া হবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ। সেই সাথে এমন অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শান্তি ও পরিবেশ বিঘ্নিত না হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ছাত্র-ছাত্রীরা।